বন্যা

-ফাতেমা
ধামরাই, ঢাকা

ছলাৎ ছলাৎ বাজনা বাজায়ে সকলের দিয়েছে তাড়া,
ছুটেছে বেগে ভুলেছে সীমানা করিয়েছে ঘর ছাড়া।
সর্বগ্রাসী বন্যা এবার ছুটছে সকল জেলা,
জোরে সোরে চলছে তাহার সর্বহারার খেলা।
সকাল, দুপুর, রাত্রি কভুও পরোয়া করা না সাজে,
দুর-কাছে হোক ঘুম বা হারা ছিল যে যার কাজে।
তড়িৎ বেগে এলো যে ধেয়ে চঞ্চলা ঢেউ খেলে,
সবার অন্□রালে ঘিরিয়া ফেলিল গ্রাম হতে গ্রামাঞ্চলে।
সর্প হয়ে মেলেছে ফণা ছোবল মেরে ঢেঁউয়ের,
দিগ্বিদিগ উতালা হয়ে বইয়ে বিষম জোঁয়ার।
যেদিকে তাকাই পানি আর পানি ঠাই না কোথাও পায়,
মাঠ, ঘাট, পুকুর বুঝা নাহি যায় হারিয়েছে অজানায়।
ঘরবাড়ি সব ডুবিয়ে রেখেছে চিহ্ন বাড়ির চালা,
স্কুল, কলেজ উঁচু স্থানে বসেছে সর্বহারার মেলা।
আশার ফসল তলিয়ে নিলো ভেসে আসা গ্রাসী বন্যা,
শোকার্ত করল কেড়ে নিয়ে কত আদরের পুত্র কন্যা।
কৃষকের মনে ফসল হারা শোক বোনের হারানো ভাই'র,
সন্□ান হারা মা'র বেদনা সেখানে, জীর্ণ সকল কুটির।
মহাদুর্যোগ বানে ভাসায়ে নিয়েছে প্রেয়সীর প্রিয় আশা,
অভাবের যাতনা ভেঙ্গে দিয়েছে বাঁধা সাজানো স্বর্গ বাসা।
কপালের ঘাম আঙ্গুলি কাচিয়া দেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
দুরের কচি ঐ তালগাছের আগা উকি দেয় গলা জলে।
নগর গ্রাম অচল প্রায় বিপন্ন জন জীবন,
কে নেবে হায় কাহার খবর কোথায় বন্ধু স্বজন।
ফুটপাতে যাহারা বেচাকেনা করে জীবন করিত ধারণ,
আইনের দোহাই মাথায় রাখেনি বন্যাই নাশের কারণ।
নৌকাডুবি, সাপের ছোবল, তুফানের বেগ ভারি,
চারিদিকে কেবল স্রোত ভাসা ব্যাথা নয়, লেগেছে মহামারী।
ক্ষুধার জ্বালা বেড়েই চলেছে মরেছে বিনা চিকিৎসায়,
জীর্ণ দেহ, ছিন্ন বস্□ আজ অস্বাস্থ্যকর এলাকায়।
সর্বগ্রাসী বন্যারে তোর অসীম স্রোতের ধারা,
আর কতকাল বইবি হেঁসে দেখেও অশ্র□ ঝরা।
কৃষক মজুর দীন-দরিদ্র বিষন্ন দিবারাত্র,
এই দুর্যোগ নেবে কতদুর যার ভরসা 'দেহ' মাত্র।
কোলের শিশু কাঁদছে বড় অভাব দুগ্ধ পানির,
অভাব কেবল অভাবীদের হয়, ধনীরাই হয় আমীর।
বিশুদ্ধ পানি অন্নাভাবের যন্□ণায় হয় ওরা কাতর,
শান্□ির ঘুম কেড়ে নিলো আজ বন্যার্ত নিঃস্ব অসহায়ের।
কর□ন সে ছবি নোংরা আর বঞ্চিত ত্রাণ থেকে,
আশার আলো পায় তবু খুঁজে সাহায্য পাবার সুখে।
হত দরিদ্র দিনমজুর যাদের উপার্জন নেই কিছু,
হতাশা জড়ানো মন্দা-বেসুর কেবলই ডাকে পিছু।
ত্রাণসামগ্রী বিতরণ শুনে চারিদিকে পড়ে রোল,
সর্বগ্রাসী বন্যার আঘাত ওরা ভুলে যায় ক্ষণকাল।
দুর্যোগ এসেছে দুঃখীদের দ্বারে সুযোগ এসেছে ওদের,
দশের বদলে পাঁচ দিয়ে বোঝায়, ওরা ব্যাথায় ব্যাথিত সবার।
ধনী হয়ে মোক্ষম সুযোগ যদি কভু নাহি আসে,
ভিডিও ক্যামেরায় বৃহদাকারে তাই দানের চিত্র ভাসে।
শ্রাবণের ধারা বন্যার্তদের দ্বারে নেতাদের মনে ফাগুন,

বন্যায় নিয়েছে ঘরবাড়ি, ফসল বাজারে লেগেছে আগুন।
মহা প্লাবনে প্লাবিত বাংলা খেলছে জোঁয়ারের খেলা,
কাঁচা পাঁকা পথ ভেদিয়া দুলছে, চলিছে কলার ভেলা।
কবে হবে শেষ মহা দুর্যোগক্ষণ আবার হাসিবে জাতি,
কবে যাবি তুই বান ভাসা ব্যাথা বাহু চায় নবীন শক্তি।